সমকাল

তারিখ ... 01 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ছাত্রলীগ কী করেছে সেটা তাদের বিষয়

অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূইয়া
উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সমকাল : রোববার আপনাকে এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা নিয়ে বলুন।

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ছিল। সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংবলিত বিষয় থাকে। সেজন্য আমি অফিস শুরু হওয়ার একটু আগেই আসছিলাম। পৌঁছার পরই আমি আন্দোলনরত শিক্ষকদের বাধার সম্মুখীন হই। তাদের বাধা পার হয়ে যখন আসি তখন আমাকে সহযোগী অধ্যাপক ফারুক উদ্দিন আটকানোর চেষ্টা করেন। তখন আমি কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে ভিসি ভবনের গেটে আসলে অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক আমাকে আটকান। তখন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস ধাক্কা দিয়ে এবং শার্টের কলার টেনে ধরে আমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। তারপরও আমি বাধা পেরিয়ে আমার কার্যালয়ে প্রবেশ করি। পরে ছাত্ররা সেখানে কী করেছে সেটা তাদের বিষয় এবং ছাত্রলীগ নামধারী কেউ আছে কিনা সেটাও আমার দেখার কথা নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এবং ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকা হয়েছিল। সভা বানচালের চেষ্টা হতে পারে আঁচ পেয়ে শিক্ষার্থীরা সেখানে অবস্থান নেয়। এখানে ছাত্রলীগের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই। আমি আসার পর যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে থাকলে সেটিও অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই আমি ঘটনার তদন্তে ফিজিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাবিনা ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছি। উপাচার্যকে শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ঘটনা এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ঘটনা নিয়ে তদন্ত কমিটি আমাকে সামগ্রিকভাবে একটি প্রতিবেদন দেবে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল : এ ঘটনার স্ক্রিপ্ট কীভাবে তৈরি হলো? শিক্ষকদের একটি অংশ আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এ ব্যাপারটিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : গত ১২ এপ্রিল পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ একজন ডিনের আচরণ সম্পর্কে আমাকে চিঠি দেন এবং ওই দিনই বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু আমি ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারিনি। পরদিন পদার্থবিজ্ঞান ও জিওগ্রাফি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ২০ এপ্রিল বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক ৩৪টি পদ থেকে ৩৫ জন শিক্ষক পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এ ছাড়াও শিক্ষকদের প্রতি 'অশোভন আচরণ'-এর অভিযোগ তুলে আমাকে পদত্যাগ করানোর দাবিতে তারা আন্দোলন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি ব্যক্তিগত কারণে দু'মাসের ছুটি নিই। এই দু'মাস তারা কোষাধ্যক্ষ ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেন। ছুটি শেষে আমি কাজে যোগদান করার পর বলেন যে, কাজ করবেন না। আমি বেশ কয়েকবার উনাদের কাজে যোগদান করতে চিঠি দিলেও, উনারা যোগদান করেননি। পরে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক, দ্বিতীয় ছাত্র হলের প্রভোস্ট, প্রক্টরসহ ৭টি প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দিই। সর্বশেষ ২০ আগস্ট চার হলের প্রভোস্ট ও পরিবহন প্রশাসককে দায়িত্বে যোগ দিতে পত্র দেওয়া হয়।

সমকাল : আন্দোলনকারী শিক্ষকদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : রোববার যে ঘটনা ঘটেছে, সেটি নতুন একটি ইস্যু তৈরি করার জমায়েত। ভিসিকে পদত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা এবং ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগকে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আন্দোলন বন্ধ করে, ক্লাস-পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আহ্বান জানানো হলেও তারা তাতে সাড়া দেননি। ভিসির বিরুদ্ধে সব অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় শুনেছেন এবং আমার মনে হয়, আগামী ছয় মাসে মন্ত্রণালয় ব্যাপারটি দেখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বছরের শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল সুন্দরভাবে চলা উচিত। রোববারের বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের সভায় ২৮ জনের মধ্যে ১৬ জন এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ৬৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৯ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ বেশিরভাগ শিক্ষকই চান বিশ্ববিদ্যালয় ভালোভাবে চলুক। তাই আমি আশা করব, শিক্ষকরা আন্দোলন ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাভাবিক অবস্থার মাঝে ফিরিয়ে আনবেন।

সমকাল : আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পেছনে ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছিলাম।

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : আমি আগেই বলেছি, শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাভাবিক একাডেমিক বিষয়গুলোর জন্য এসেছিল। তারা নিশ্চয়ই কোনোভাবে জানতে পেরেছিল এখানে বাধা দেওয়া হবে। তাই তারা তাদের অধিকার নিশ্চিত করতেই এখানে এসেছিল। আমাকে লাঞ্ছিত করা এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো পূর্বপরিকল্পিত।

সমকাল : শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সম্পর্কিত একটি নির্দেশনা এসেছে। আপনি আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের আসার জন্য বা আমরা যেটা দেখলাম যে, ভর্তি কমিটিতেও তাদের রাখা হচ্ছে। এই অবস্থায় শেষ সমাধানটা কী হতে পারে?

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : শেষ সমাধান বলতে আসলে কোনো জিনিস নেই। তার পরও যেটা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলার জন্য ভিসি হিসেবে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা জন্য যা করণীয় তা আমাকে করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কোনো স্ট্যাটিক অর্গানাইজেশন নয়; এটি ডাইনামিক অর্গানাইজেশন। কাজেই এর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা আগামীতে গ্রহণ করা দরকার, সেটাই আমাকে করতে হবে।

সমকাল : শিক্ষকদের আন্দোলনকে আপনি কীভাবে নিচ্ছেন?

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : আন্দোলনরত শিক্ষকদের আমি বারবার স্বপদে যোগদান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানিয়েছি। এখন তারা যদি বলেন– ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক, প্রক্টরসহ ৭টি পদে নতুন করে নিয়োগ দিতে হবে, তা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রী হলের প্রভোস্টসহ জরুরি পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে।

সমকাল : প্রথমে একাডেমিক ভবনে জায়গা বরাদ্দ করা নিয়ে বিরোধ তৈরি হলেও পরে তা ভিসিবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। তখন 'অশোভন আচরণ'-এর পাশাপাশি 'ভিসি'র দুর্নীতির দলিল 'শ্বেতপত্র' প্রকাশিত হয়। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

মো. আমিনুল হক ভূইয়া : 'শ্বেতপত্র' আন্দোলনকে সফলকাম করার একটা কৌশল মাত্র। এখানে কোনো অভিযোগ সত্য হলে আমি মনে করি, সরকারই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

তিক ঘটনা নিয়ে উপাচার্য ও র সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সিলেট শাবি প্রতিনিধি তন্ময় মোদক